সংবাদ

তারিখ ....4 JUN. 2010...
পৃষ্ঠা ..১.. কলাম ...৫...

আবার রিভিউ হচ্ছে এমপিওভুক্তির তালিকা

উপদেষ্টার তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের নাম

রাকিব উদ্দিন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা আবারও রিভিউ হচ্ছে। তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে বিএনপি নেতা শিমুল বিশ্বাস, জামায়াত নেতা কামারুজ্জামান ও শাহ আলমের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম। উপদেষ্টার তালিকা থেকে রহস্যজনক কারণে বাদপড়া ১৩৯টি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই নতুন রিভিউ তালিকায় আবার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। উপদেষ্টার ঘোষিত তালিকায় রহস্যজনক কারণে যেসব প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানকেও রিভিউ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে। উপদেষ্টার তৈরি রিভিউ তালিকায় বাদ পড়েছে ৯ মন্ত্রী, ৪৭ সংসদ সদস্য এবং ৪ বিশিষ্ট ব্যক্তির সুপারিশ করা প্রতিষ্ঠান। পুনরায় রিভিউ করে আবার এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে। নতুন তালিকার নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে আগামী সপ্তাহে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

- মন্ত্রণালয়ে এমপিদের তৎপরতা
- বাদপড়া ১৩৯ প্রতিষ্ঠান আবার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা প্রণীত নীতিমালা উপেক্ষা করে ৩১ মে ঘোষণা করা ১ হাজার ৪৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা থেকে প্রভাবশালী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়ায় তারা ড. আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। উপদেষ্টার প্রণীত এমপিওভুক্তির তালিকা প্রত্যাখ্যান করেছেন অধিকাংশ সংসদ সদস্য। তারা এমপিওভুক্তির তালিকা নিয়ে

বাদ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

বাদ : তালিকা থেকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপদেষ্টার বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন ও বাণিজ্যের অভিযোগ তুলেছেন। কেউ কেউ উপদেষ্টার অপসারণ দাবি করেন এবং তার এমপিওভুক্তির তালিকার বিরুদ্ধে আদালতের যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদের এমপিওভুক্তির তালিকা নিয়ে চরম বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা আবারও রিভিউ (যাচাই-বাছাই) করার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে। গত বুধবার রাতে সংসদ ভবন এবং সংসদ ভবনের বাইরে সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীরা শিক্ষা উপদেষ্টার তালিকা নিয়ে নানা রকম আপত্তি ওঠালে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এ নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, 'সম্মানিত সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যাদের প্রতিষ্ঠান আগের তালিকায় ছিল, কিন্তু উপদেষ্টার রিভিউ তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাদের ব্যাপারে কী করা যায় তা বিবেচনা করতে। তবে আমি আশা করছি যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করে খুব শিগগিরই এসব বিষয় যাচাই-বাছাই সম্পূর্ণ করা যাবে।'

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শতাধিক সংসদ সদস্য এবং বিভিন্ন জেলা, থানা ও উপজেলার দুই শতাধিক আওয়ামী লীগ নেতা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উপদেষ্টার এমপিওভুক্তির তালিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ এবং অবিলম্বে তালিকা আবার রিভিউ করার দাবি জানান। শিক্ষামন্ত্রী মনোযোগ দিয়ে সংসদ সদস্যদের কথা শোনেন এবং ভবিষ্যতে তাদের আবেদনকে গুরুত্ব দেয়ার আশ্বাস দেন। কয়েকজন মহিলা সংসদ সদস্য নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করাতে না পেরে মন্ত্রীর সামনে কেঁদে ফেলেন। মন্ত্রণালয়ে গতকাল দুই শতাধিক ডিও লেটার (চাহিদাপত্র) জমা পড়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

রিভিউ তালিকা থেকে বাদপড়া প্রতিষ্ঠানের তথ্য

প্রথমবার এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল-১০২২টি। দ্বিতীয়বার এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান-১৪৮৩টি। প্রথমবারের তালিকা থেকে বাদ দেয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-১৩৯টি। নতুন করে যুক্ত করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-৬০০টি।

বাদ দেয়া প্রতিষ্ঠানের ধরন

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-২১টি, স্কুল এন্ড কলেজ-১টি, ডিগ্রি কলেজ-৩টি, আলীম মাদ্রাসা-৪টি, এসএসসি (ভোকেশনাল)-২৭টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৯টি, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ- ... মাদ্রাসা-১৮টি, ফাজিল মাদ্রাসা-১টি এবং এইচএসসি (বিএম)-৫৩টি।

বাদ দেয়া এসব প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

এসব প্রতিষ্ঠান এমপিও নির্দেশিকা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকনির্দেশনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক যথানিয়মে নির্বাচিত করা হয়েছিল। এর সবক'টি প্রাপ্যতার, সব শর্ত পূরণকারী। বাদ দেয়া কারিগরি ও মাদ্রাসার অনেকগুলো আবার উপজেলার মধ্যে সব শর্ত পূরণকারী একমাত্র যোগ্য প্রতিষ্ঠান। কতগুলো আবার উপজেলার যোগ্যতম প্রতিষ্ঠান। এ দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান ৫৬টি।

গতকাল মঙ্গলবার বরগুনা-১ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট ধীরেন্দ্র দেবনাথ সম্ভু শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন, বরগুনা সদর উপজেলার ইঞ্জিনিয়ারিং সুলতানা সালেহ টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজটিকে ৬ মে এমপিওভুক্তির উপদেষ্টার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এলাকার শিক্ষা বিস্তারের প্রাণ কেন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানকে ৩১ মে ঘোষিত তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

আগের তালিকা থেকে শিক্ষা উপদেষ্টা যেসব মন্ত্রীর প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়েছেন তাদের মধ্যে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী, পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. মো. আফসারুল আমিন, বৈদেশিক ও প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এলজিইডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবীর নানক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. মোতাহার হোসেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু প্রমুখ অন্যতম।

সংসদ সদস্য ছাড়া যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান উপদেষ্টার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, কবি নির্মলেন্দু গুণ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান, দৈনিক আমাদের সময়ের সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান অন্যতম।